নবম অধ্যায়

অংশুমানের বংশ

এই অধ্যায়ে খট্টাঙ্গ পর্যন্ত অংশুমানের বংশ এবং ভগীরথ কিভাবে এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে আনয়ন করেছিলেন তার বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে।

মহারাজ অংশুমানের পুত্র দিলীপ। তিনিও এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেই কার্য সম্পাদনে অসমর্থ হয়ে তিনি দেহত্যাগ করেছিলেন। দিলীপের পুত্র ভগীরথ এই পৃথিবীতে গঙ্গাকে নিয়ে আসার সঙ্কল্প করে কঠোর তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে মা গঙ্গা তাঁকে দর্শন প্রদান করে বর দিতে চেয়েছিলেন। ভগীরথ তখন তাঁকে তাঁর পিতৃব্যদের উদ্ধার করার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। মা গঙ্গা পৃথিবীতে আসতে সম্মত হলেও, তাঁর দুটি শর্ত ছিল—প্রথমে, কোনও সমর্থ পুরুষকে তাঁর বেগ ধারণ করতে হবে; এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, যদিও সমস্ত পাপী ব্যক্তিরা গঙ্গায় স্নান করে তাদের পাপ থেকে মুক্ত হবে, কিন্তু মা গঙ্গা সেই পাপ রাখতে চাননি। এই দুটি শর্ত বিবেচনার বিষয় ছিল। ভগীরথ তার উত্তরে মা গঙ্গাকে বলেছিলেন, "ভগবান শিব আপনার বেগ ধারণে সর্বতোভাবে সমর্থ, এবং শুদ্ধ ভক্তরা যখন আপনার জলে স্নান করবেন, তখন পাপীদের পরিত্যক্ত পাপ স্খলিত হবে।" ভগীরথ তখন শিবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তপস্যা করেছিলেন। শিবের এক নাম আশুতোষ, কারণ তিনি অতি সহজেই প্রসন্ন হন। ভগীরথের প্রস্তাবে মহাদেব গঙ্গার বেগ ধারণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। এইভাবে গঙ্গার স্পর্শে ভগীরথের পূর্বপুরুষেরা উদ্ধার লাভ করে স্বর্গে গমন করেছিলেন।

ভগীরথের পুত্র শ্রুত, শ্রুতের পুত্র নাভ এবং নাভের পুত্র সিন্ধুদ্বীপ। সিন্ধুদ্বীপের পুত্র ছিলেন অযুতায়ু, এবং অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, যিনি ছিলেন নলের বন্ধু। ঋতুপর্ণ নলকে দ্যূতবিদ্যা রহস্য দান করে তাঁর কাছ থেকে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করেছিলেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম, সর্বকামের পুত্র সুদাস এবং সুদাসের পুত্র সৌদাস। সৌদাসের পত্নী ছিলেন দময়ন্তী বা মদয়ন্তী, এবং সৌদাস কল্মাষপাদ নামেও অভিহিত হন। সৌদাস কর্মদোষে বশিষ্ঠের অভিশাপে রাক্ষস হন। বনে বিচরণ করার সময় তিনি এক ব্রাহ্মণকে তাঁর পত্নীর সঙ্গে রতিক্রিয়ায় রত দর্শন

করেন, এবং রাক্ষস হয়ে যাওয়ার ফলে সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করতে চান। সেই ব্রাহ্মণের পত্নী যদিও নানাভাবে তাঁকে অনুনয় বিনয় করেছিলেন, তবুও তিনি সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেন, এবং তাই তাঁর পত্নী তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেন, "মৈথুনপরায়ণ হলেই তোমার মৃত্যু হবে।" তাই বারো বছর পর বশিষ্ঠ মুনির অভিশাপ থেকে মুক্ত হলেও সৌদাস নিঃসন্তান ছিলেন। তখন বশিষ্ঠ সৌদাসের অনুমতিক্রমে তাঁর পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভাধান করেন। মদয়ন্তী দীর্ঘকাল গর্ভধারণ করেও পুত্র প্রসব না করায়, বশিষ্ঠ একটি পাথরের দ্বারা তাঁর গর্ভে আঘাত করেন এবং তার ফলে একটি পুত্রের জন্ম হয়। সেই পুত্রের নাম হয় অশ্মক।

অশ্মকের পুত্র ছিলেন বালিক। ইনি স্ত্রীগণ কর্তৃক বেষ্টিত হয়ে পরশুরামের কোপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন বলে নারীকবচ নামে অভিহিত হন। পৃথিবী যখন নিঃক্ষত্রিয় হয়েছিল, তখন ইনি ক্ষত্রিয়বংশের মূল হয়েছিলেন। তাই তাঁর আর এক নাম মূলক। বালিক থেকে দশরথের জন্ম হয়, দশরথ থেকে ঐড়াবিড়ি, এবং ঐড়াবিড়ি থেকে বিশ্বসহের জন্ম হয়। বিশ্বসহের পুত্র মহারাজ খট্টাঙ্গ। দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের সংগ্রামে মহারাজ খট্টাঙ্গ দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে অসুরদের পরাজিত করলে, দেবতারা তাঁকে বর দিতে চান। কিন্তু তিনি তখন তাঁদের কাছে জানতে চান, তাঁর আর কতকাল পরমায়ু বাকি রয়েছে। তাতে দেবতারা তাঁকে বলেন যে, তাঁর পরমায়ু আর এক মুহূর্ত মাত্র, তখন তিনি স্বর্গলোক ত্যাগ করে বিমানযোগে শীঘ্রই তাঁর গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই জড় জগতে সব কিছুই অনিত্য, এবং তাই তিনি ভগবান শ্রীহরির ভজনে তাঁর চিত্ত নিবিষ্ট করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

অংশুমাংশ্চ তপস্তেপে গঙ্গানয়নকাম্যয়া ।
কালং মহান্তং নাশক্নোৎ ততঃ কালেন সংস্থিতঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **অংশুমান্**—অংশুমান নামক রাজা; **চ**—ও; **তপঃ তেপে**—তপস্যা করেছিলেন; **গঙ্গা**—গঙ্গা; **আনয়ন-কাম্যয়া**—তাঁর পিতৃপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার বাসনায়; **কালম্**—কাল; **মহান্তম্**—দীর্ঘ; **ন**—না; **অশক্নোৎ**—সফল হয়েছিলেন; **ততঃ**—তারপর; **কালেন**—যথাসময়ে; **সংস্থিতঃ**—মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—রাজা অংশুমান তাঁর পিতামহের মতো দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে পারেননি, এবং তারপর কালক্রমে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল।

শ্লোক ২

দিলীপস্তৎসুতস্তদ্বদশক্তঃ কালমেযিবান্ ।
ভগীরথস্তস্য সুতস্তেপে স সুমহৎ তপঃ ॥ ২ ॥

দিলীপঃ—দিলীপ নামক; **তৎ-সুতঃ**—অংশুমানের পুত্র; **তৎ-বৎ**—তাঁর পিতার মতো; **অশক্তঃ**—এই জড় জগতে গঙ্গাকে আনতে অসমর্থ হয়ে; **কালম্ এযিবান্**—কালের বশীভূত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন; **ভগীরথঃ তস্য সুতঃ**—তাঁর পুত্র ভগীরথ; **তেপে**—তপস্যা করেছিলেন; **সঃ**—তিনি; **সুমহৎ**—অতি মহৎ; **তপঃ**—তপস্যা।

অনুবাদ

অংশুমানের পুত্র দিলীপও তাঁর পিতার মতো গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসতে অসমর্থ হয়ে কালক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তারপর দিলীপের পুত্র ভগীরথ গঙ্গাকে এই পৃথিবীতে নিয়ে আসার জন্য অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

শ্লোক ৩

দর্শয়ামাস তং দেবী প্রসন্না বরদাস্মি তে ।
ইত্যুক্তঃ স্বমভিপ্রায়ং শশংসাবনতো নৃপঃ ॥ ৩ ॥

দর্শয়াম্ আস—আবির্ভূত হয়েছিলেন; **তম্**—মহারাজ ভগীরথকে; **দেবী**—মা গঙ্গা; **প্রসন্না**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **বরদা অস্মি**—আমি বরদান করব; **তে**—তোমাকে; **ইতি উক্তঃ**—এই বলে; **স্বম্**—নিজের; **অভিপ্রায়ম্**—বাসনা; **শশংস**—ব্যক্ত করেছিলেন; **অবনতঃ**—অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়ে; **নৃপঃ**—রাজা (ভগীরথ)।

অনুবাদ

তারপর রাজা ভগীরথের সম্মুখে মা গঙ্গা আবির্ভূত হয়ে বলেছিলেন, "আমি তোমার তপস্যায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি এবং তাই আমি তোমাকে এখন তোমার

বাসনা অনুসারে বর প্রদান করতে চাই।" মা গঙ্গা এইভাবে বললে, রাজা ভগীরথ প্রণত হয়ে তাঁর অভিপ্রায় তাঁর কাছে ব্যক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

রাজার অভিপ্রায় ছিল কপিল মুনির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করার ফলে ভস্মীভূত পিতৃব্যদের উদ্ধার করা।

শ্লোক ৪

কোঽপি ধারয়িতা বেগং পতন্ত্যা মে মহীতলে ।
অন্যথা ভূতলং ভিত্ত্বা নৃপ যাস্যে রসাতলম্ ॥ ৪ ॥

কঃ—কে সেই ব্যক্তি; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **ধারয়িতা**—ধারণ করতে পারে; **বেগম্**—প্রবাহের বেগ; **পতন্ত্যাঃ**—পতিত হবার সময়; **মে**—আমার; **মহীতলে**—এই পৃথিবীতে; **অন্যথা**—অন্যথা; **ভূতলম্**—ভূপৃষ্ঠ; **ভিত্ত্বা**—ভেদ করে; **নৃপ**—হে রাজন্; **যাস্যে**—আমি যাব; **রসাতলম্**—পাতালে।

অনুবাদ

মা গঙ্গা উত্তর দিলেন—আমি যখন আকাশ থেকে পৃথিবীতে পতিত হব, তখন কে আমার বেগ ধারণ করবে? এইভাবে ধারণ না করলে, আমি পৃথিবী ভেদ করে পাতালে প্রবেশ করব।

শ্লোক ৫

কিং চাহং ন ভুবং যাস্যে নরা ময্যামৃজন্ত্যঘম্ ।
মৃজামি তদঘং ক্বাহং রাজংস্তত্র বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৫ ॥

কিম্ চ—ও; **অহম্**—আমি; **ন**—না; **ভুবম্**—পৃথিবীতে; **যাস্যে**—যাব; **নরাঃ**—মানুষেরা; **ময়ি**—আমাতে, আমার জলে; **আমৃজন্তি**—প্রক্ষালন করবে; **অঘম্**—তাদের পাপ; **মৃজামি**—প্রক্ষালন করব; **তৎ**—তা; **অঘম্**—সঞ্চিত পাপ; **ক্ব**—কাকে; **অহম্**—আমি; **রাজন্**—হে রাজন্; **তত্র**—সেই বিষয়ে; **বিচিন্ত্যতাম্**—দয়া করে বিবেচনা করুন।

অনুবাদ

হে রাজন্, আমি পৃথিবীতে যেতে চাই না, কারণ সেখানে মানুষেরা আমার জলে স্নান করে তাদের পাপ প্রক্ষালন করবে, সেই সঞ্চিত পাপ থেকে আমি কিভাবে মুক্ত হব? তার উপায় তুমি বিশেষভাবে চিন্তা কর।

তাৎপর্য

ভগবান বলেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" ভগবান যে কোন ব্যক্তির পাপ গ্রহণ করে সেই পাপ খণ্ডন করে দিতে পারেন, কারণ তিনি পবিত্র, শুদ্ধ, সূর্যের মতো, যা জড় জগতের কোন মলের দ্বারা কলুষিত হয় না। *তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ১০/৩৩/২৯)। যে ব্যক্তি অত্যন্ত তেজস্বী, তিনি কখনও কোন পাপের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে, মা গঙ্গা তাঁর জলে যে সমস্ত মানুষ স্নান করবে, তাদের পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ভীতা। তা ইঙ্গিত করে যে, ভগবান ব্যতীত অন্য কেউই পাপ স্খালন করতে পারেন না, তা সে নিজেরই হোক অথবা অন্যেরই হোক। কখনও কখনও গুরুদেব শিষ্যকে দীক্ষা দেওয়ার পর শিষ্যের পূর্বকৃত পাপের ভার গ্রহণ করেন, এবং শিষ্যের পাপের জন্য ভারাক্রান্ত হয়ে, পূর্ণরূপে না হলেও আংশিকভাবে সেই পাপের ফল গ্রহণ করে কষ্ট পান। তাই প্রতিটি শিষ্যেরই কর্তব্য দীক্ষা গ্রহণের পর আর পাপকর্ম না করা। শ্রীগুরুদেব কৃপাপরবশ হয়ে শিষ্যকে দীক্ষা দান করে তার পাপকর্মের জন্য আংশিকভাবে কষ্টভোগ করেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহিমা প্রচারে রত সেবকের প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়ে, তাঁকে সেই পাপের ফল থেকে মুক্ত করেন। এমন কি মা গঙ্গাও মানুষের পাপের ভয়ে ভীতা হয়ে, কিভাবে সেই পাপের ভার থেকে মুক্ত হবেন সেই কথা চিন্তা করেছিলেন।

শ্লোক ৬

শ্রীভগীরথ উবাচ

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাৎ তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥ ৬ ॥

শ্রী-ভগীরথঃ উবাচ—ভগীরথ বললেন; **সাধবঃ**—সাধুগণ; **ন্যাসিনঃ**—সন্ন্যাসীগণ; **শান্তাঃ**—শান্ত, জড় জগতের উদ্বেগ থেকে মুক্ত; **ব্রহ্মিষ্ঠাঃ**—বৈদিক বিধি অনুসরণে দক্ষ; **লোক-পাবনাঃ**—যাঁরা সমগ্র জগৎকে অধঃপতিত অবস্থা থেকে মুক্ত করার কাজে যুক্ত; **হরন্তি**—দূর করবে; **অঘম্**—পাপ; **তে**—আপনার (মা গঙ্গার); **অঙ্গ-সঙ্গাৎ**—গঙ্গার জলে স্নান করার দ্বারা; **তেষু**—তাঁরা; **আস্তে**—আছেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অঘভিৎ**—সমস্ত পাপনাশক ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি।

অনুবাদ

ভগীরথ বললেন—ভগবদ্ভক্তি পরায়ণ সাধুরা যাঁরা স্বভাবতই অনাসক্ত, জড় বাসনা থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্ত, এবং বৈদিক বিধি অনুশীলনে দক্ষ, তাঁরা সর্বদা মহিমান্বিত ও তাঁদের আচরণ শুদ্ধ, এবং তাঁরা সমস্ত অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করতে সমর্থ। এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তরা যখন আপনার জলে স্নান করবেন, তখন পাপীদের সঞ্চিত পাপ দূর হয়ে যাবে, কারণ এই প্রকার ভক্তরা পাপনাশক ভগবানকে তাঁদের হৃদয়ে সর্বদা ধারণ করেন।

তাৎপর্য

গঙ্গায় স্নান করার সুযোগ সকলেরই রয়েছে। তাই, কেবল পাপীরাই গঙ্গায় স্নান করবে না, হরিদ্বার আদি পুণ্য তীর্থে সাধু এবং ভগবদ্ভক্তরাও গঙ্গায় স্নান করবেন। ভগবদ্ভক্ত এবং সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বী উন্নত স্তরের সাধুরা গঙ্গাকেও পবিত্র করতে পারেন। *তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা (শ্রীমদ্ভাগবত ১/১৩/১০)*। যেহেতু সাধু ভক্তরা সর্বদাই ভগবানকে তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করেন, তাই তাঁরা পবিত্র স্থানকেও সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করতে পারেন। অতএব সাধু মহাত্মাদের শ্রদ্ধা সহকারে সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। তাই শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, বৈষ্ণব অথবা সন্ন্যাসীকে দর্শন করা মাত্রই শ্রদ্ধা নিবেদন করা উচিত। কেউ যদি এইভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে, তা হলে সেদিন তার উপবাস করা উচিত। এটি *বেদের* নির্দেশ। মানুষের কর্তব্য ভগবদ্ভক্তের বা সাধুর শ্রীপাদপদ্মে যাতে কোন অপরাধ না হয়ে যায়, সেই জন্য অত্যন্ত সাবধান থাকা। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার প্রথা রয়েছে, কিন্তু পাপস্খালনে এই প্রকার প্রায়শ্চিত্ত যথেষ্ট নয়। ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই কেবল পাপের ফল থেকে মুক্ত হওয়া যায়, যে কথা অজামিল উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে—

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্ন্যেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥
(শ্রীমদ্ভাগবত ৬/১/১৫)

"যাঁরা সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তির পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাঁরাই কেবল পাপকর্মরূপ আগাছাকে সমূলে উৎপাটিত করতে পারেন, এবং সেই আগাছাগুলির পুনরুদ্গমের আর কোন সম্ভাবনা থাকে না। ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব হয়, ঠিক যেমন সূর্য তার কিরণের দ্বারা অচিরেই কুয়াশা দূর করে দেয়।" (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৬/১/১৫) কেউ যদি ভগবদ্ভক্তের আশ্রয়ে থেকে নিষ্ঠা সহকারে তাঁর সেবা করেন, তা হলে এই ভক্তিযোগের পন্থায় তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত পাপের ফল থেকে মুক্ত হতে পারবেন।

শ্লোক ৭

ধারয়িষ্যতি তে বেগং রুদ্রস্ত্বাত্মা শরীরিণাম্ ।
যস্মিন্নোতমিদং প্রোতং বিশ্বং শাটীব তন্তুষু ॥ ৭ ॥

ধারয়িষ্যতি—ধারণ করবে; **তে**—আপনার; **বেগম্**—প্রবাহের বেগ; **রুদ্রঃ**—মহাদেব; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **আত্মা**—পরমাত্মা; **শরীরিণাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবদের; **যস্মিন্**—যাতে; **ওতম্**—দৈর্ঘ্য বরাবর অবস্থিত; **ইদম্**—এই জগৎ; **প্রোতম্**—প্রস্থ বরাবর; **বিশ্বম্**—সমগ্র বিশ্ব; **শাটী**—বস্ত্র; **ইব**—সদৃশ; **তন্তুষু**—সূত্র।

অনুবাদ

বস্ত্রে যেমন সুতা ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকে, তেমনই এই বিশ্বে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত। শিব ভগবানের অবতার, এবং তাই তিনি সমস্ত দেহধারী জীবের পরমাত্মা। তিনি আপনার প্রবাহের বেগ তাঁর মস্তকে ধারণ করতে পারবেন।

তাৎপর্য

গঙ্গার জল মহাদেবের মস্তকে থাকেন। বিভিন্ন শক্তির দ্বারা যিনি সমগ্র বিশ্ব ধারণ করেন, সেই শিব ভগবানের অবতার। *ব্রহ্মসংহিতায়* (৫/৪৫) শিবের বর্ণনা করে বলা হয়েছে—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন হি ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্যাদ্
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

"দুধ যেমন অম্লের সংযোগে দধিতে পরিণত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দই দুধই। তেমনই, ভগবান গোবিন্দ জড় জগতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শিবের রূপ পরিগ্রহ করেছেন। আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্মে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি।" দই যেমন দুধের বিকার এবং সেই সঙ্গে তা দুধ নয়, ঠিক তেমনই শিব যুগপৎ ভগবান থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। জড় জগতের পালনের জন্য তিনজন গুণাবতার রয়েছেন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর। শিব তমোগুণের জন্য বিষ্ণুর গুণাবতার। জড় জগৎ প্রধানত তমোগুণেই অবস্থিত। তাই এখানে শিবকে জড় জগতের সঙ্গে বস্ত্রের সুতার মতো ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

শ্লোক ৮

ইত্যুক্ত্বা স নৃপো দেবং তপসাতোষয়চ্ছিবম্ ।
কালেনাল্পীয়সা রাজংস্তস্যেশশ্চাশুতুষ্যত ॥ ৮ ॥

ইতি উক্ত্বা—এই কথা বলে; **সঃ**—তিনি; **নৃপঃ**—রাজা (ভগীরথ); **দেবম্**—মহাদেবকে; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **অতোষয়ৎ**—সন্তুষ্ট করেছিলেন; **শিবম্**—শিব, সর্বমঙ্গলময়; **কালেন**—সময়ে; **অল্পীয়সা**—অতি অল্পে; রাজন্—হে রাজন্; তস্য—তাঁর (ভগীরথের) প্রতি; **ঈশঃ**—মহেশ্বর; চ—বস্তুতপক্ষে; আশু—অতি শীঘ্রই; **অতুষ্যত**—সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

অনুবাদ

এই কথা বলে ভগীরথ তপস্যার দ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ, মহাদেবও ভগীরথের প্রতি অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

আশুতুষ্যত পদটি ইঙ্গিত করে যে, মহাদেব অতি শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাই শিবের আর এক নাম আশুতোষ। বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা শিবের প্রতি আসক্ত হয়,

কারণ শিব শীঘ্রই সন্তুষ্ট হয়ে, তাঁর ভক্তদের উন্নতি হবে না কষ্টভোগ হবে সেই কথা বিচার না করে, সকলকেই বরদান করেন। বিষয়াসক্ত মানুষেরা যদিও জানে, জড় সুখ হল দুঃখভোগেরই আর একটি দিক, তবুও তারা তা কামনা করে, এবং শীঘ্রই তা লাভ করার জন্য তারা শিবের আরাধনা করে। দেখা যায়, বিষয়াসক্ত ব্যক্তিরা সাধারণত দেব-দেবীদের উপাসক, বিশেষ করে শিব এবং দুর্গার। তারা প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় আনন্দ চায় না, কারণ তাদের কাছে তা প্রায় অজ্ঞাত। কিন্তু কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে চিন্ময় আনন্দ লাভের আগ্রহী হন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই শ্রীবিষ্ণুর শরণাগত হতে হবে, যা ভগবান স্বয়ং দাবি করেছেন—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। সেই বিষয়ে তুমি কোন দুশ্চিন্তা করো না।" (*ভগবদ্গীতা* ১৮/৬৬)

শ্লোক ৯

তথেতি রাজ্ঞাভিহিতং সর্বলোকহিতঃ শিবঃ ।
দধারাবহিতো গঙ্গাং পাদপূতজলাং হরেঃ ॥ ৯ ॥

তথা—তাই (হোক); **ইতি**—এইভাবে; **রাজ্ঞা অভিহিতম্**—রাজার (ভগীরথের) দ্বারা অভিহিত হয়ে; **সর্ব-লোক-হিতঃ**—সর্বলোকের হিতকারী ভগবান; **শিবঃ**—শিব; **দধার**—ধারণ করেছিলেন; **অবহিতঃ**—একাগ্রচিত্তে; **গঙ্গাম্**—গঙ্গাকে; **পাদ-পূত-জলাম্ হরেঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পবিত্র যাঁর জল।

অনুবাদ

মহারাজ ভগীরথ যখন মহাদেবের কাছে গঙ্গার বেগ ধারণ করার জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তখন মহাদেব 'তথাস্তু' বলে সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তারপর তিনি ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শে পবিত্র গঙ্গার জল একাগ্রচিত্তে তাঁর মস্তকে ধারণ করেছিলেন।

শ্লোক ১০

ভগীরথঃ স রাজর্ষির্নিন্যে ভুবনপাবনীম্ ।
যত্র স্বপিতৃণাং দেহা ভস্মীভূতাঃ স্ম শেরতে ॥ ১০ ॥

ভগীরথঃ—মহারাজ ভগীরথ; **সঃ**—তিনি; **রাজর্ষিঃ**—মহান ঋষিসদৃশ রাজা; **নিন্যে**—নিয়ে গিয়েছিলেন; **ভুবন-পাবনীম্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড পবিত্রকারিণী গঙ্গাকে; **যত্র**—যেখানে; **স্ব-পিতৃণাম্**—তাঁর পূর্বপুরুষদের; **দেহাঃ**—দেহ; **ভস্মীভূতাঃ**—ভস্মীভূত হয়েছিল; **স্ম শেরতে**—শায়িত ছিল।

অনুবাদ

রাজর্ষি ভগীরথ পতিতপাবনী গঙ্গাকে যেখানে তাঁর পূর্বপুরুষদের দেহ ভস্মীভূত হয়ে পড়েছিল, সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্লোক ১১

রথেন বায়ুবেগেন প্রয়ান্তমনুধাবতী ।
দেশান্ পুনন্তী নির্দগ্ধানাসিঞ্চৎ সগরাত্মজান্ ॥ ১১ ॥

রথেন—রথে; **বায়ু-বেগেন**—বায়ুবেগে ধাবমান; **প্রয়ান্তম্**—অগ্রে গমনশীল মহারাজ ভগীরথ; **অনুধাবতী**—তাঁর পিছনে ধাবমান হয়ে; **দেশান্**—সমস্ত দেশ; **পুনন্তী**—পবিত্র করে; **নির্দগ্ধান্**—যাঁরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন; **আসিঞ্চৎ**—অভিষিক্ত করেছিলেন; **সগর-আত্মজান্**—সগরপুত্রদের।

অনুবাদ

ভগীরথ অত্যন্ত দ্রুতগামী রথে আরোহণ করে মা গঙ্গার অগ্রে গমন করতে লাগলেন, এবং গঙ্গাদেবী তাঁর পিছনে ধাবিত হয়ে বহু দেশ পবিত্র করতে করতে ভগীরথের পূর্বপুরুষ সগরপুত্রদের ভস্ম অভিষিক্ত করেছিলেন।

শ্লোক ১২

যজ্জলস্পর্শমাত্রেণ ব্রহ্মদণ্ডহতা অপি ।
সগরাত্মজা দিবং জগ্মুঃ কেবলং দেহভস্মভিঃ ॥ ১২ ॥

যৎ-জল—যাঁর জল; **স্পর্শ-মাত্রেণ**—কেবলমাত্র স্পর্শের দ্বারা; **ব্রহ্ম-দণ্ড-হতাঃ**—যারা ব্রহ্ম বা আত্মাকে অবজ্ঞা করার ফলে দণ্ডিত হয়েছিল; **অপি**—যদিও; **সগর-আত্মজাঃ**—সগরের পুত্রগণ; **দিবম্**—স্বর্গলোকে; **জগ্মুঃ**—গিয়েছিলেন; **কেবলম্**—কেবল; **দেহ-ভস্মভিঃ**—তাঁদের দেহাবশেষ ভস্মের দ্বারা।

অনুবাদ

মহারাজ সগরের পুত্রেরা একজন মহাপুরুষের চরণে অপরাধ করেছিলেন বলে, তাঁদের দেহের তাপ বর্ধিত হয়েছিল এবং সেই আগুনে তাঁরা ভস্মীভূত হয়েছিলেন। কিন্তু গঙ্গার জলের স্পর্শে তাঁরা স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন। তা হলে যাঁরা শ্রদ্ধা সহকারে মা গঙ্গার পূজা করেন, তাঁদের সম্বন্ধে কি আর বলার আছে?

তাৎপর্য

গঙ্গার জলের দ্বারাই মা গঙ্গার পূজা হয়—ভক্ত গঙ্গা থেকে একটু জল নিয়ে তা গঙ্গাকে নিবেদন করেন। ভক্ত যখন গঙ্গা থেকে জল গ্রহণ করেন, তখন মা গঙ্গার তাতে কোন ক্ষতি হয় না, এবং সেই জল যখন মা গঙ্গাকে নিবেদন করা হয়, তার ফলেও তাঁর জল বর্ধিত হয় না, কিন্তু এইভাবে গঙ্গার পূজা করার ফলে উপাসকের মহালাভ হয়। তেমনই, ভগবদ্ভক্ত ভগবানকে *পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ম্*—একটি পাতা, ফুল, ফল অথবা জল—ভক্তি সহকারে নিবেদন করেন। সেই পাতা, ফুল, ফল এবং জল ভগবানেরই এবং তাই এখানে ত্যাগ করার অথবা গ্রহণ করার কোন প্রশ্ন নেই। মানুষের কর্তব্য ভগবদ্ভক্তির পন্থার সুযোগ কেবল গ্রহণ করা, কারণ এই পন্থা অনুসরণ করার ফলে কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু ভগবানের কৃপা লাভ হয়।

শ্লোক ১৩

ভস্মীভূতাঙ্গসঙ্গেন স্বর্যাতাঃ সগরাত্মজাঃ ।
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ ॥ ১৩ ॥

ভস্মীভূত-অঙ্গ—ভস্মীভূত দেহের দ্বারা; **সঙ্গেন**—গঙ্গার জলের সংস্পর্শে; **স্বঃ যাতাঃ**—স্বর্গলোকে গমন করেছিলেন; **সগর-আত্মজাঃ**—সগরের পুত্রগণ; **কিম্**—কি বলার আছে; **পুনঃ**—পুনরায়; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **দেবীম্**—মা গঙ্গাকে; **সেবন্তে**—পূজা করেন; **যে**—যাঁরা; **ধৃত-ব্রতাঃ**—ব্রত ধারণ করে।

অনুবাদ

কেবলমাত্র গঙ্গার জলস্পর্শে ভস্মীভূত সগরপুত্রেরা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েছিলেন। অতএব, যে ভক্ত ব্রত ধারণ করে শ্রদ্ধা সহকারে মা গঙ্গার পূজা করেন তাঁর কথা কি আর বলার আছে? সেই ভক্তের যে মহান লাভ হয়, তা কেবল কল্পনাই করা যায়।

শ্লোক ১৪

ন হ্যেতৎ পরমাশ্চর্যং স্বর্ধুন্যা যদিহোদিতম্ ।
অনন্তচরণাম্ভোজপ্রসূতায়া ভবচ্ছিদঃ ॥ ১৪ ॥

ন—না; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতৎ**—এই; **পরম্**—চরম; **আশ্চর্যম্**—আশ্চর্যজনক; **স্বর্ধুন্যাঃ**—গঙ্গার জলের; **যৎ**—যা; **ইহ**—এখানে; **উদিতম্**—বর্ণিত হয়েছে; **অনন্ত**—ভগবানের; **চরণ-অম্ভোজ**—শ্রীপাদপদ্ম থেকে; **প্রসূতায়াঃ**—যিনি নির্গত হয়েছেন তাঁর; **ভব-ছিদঃ**—জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে।

অনুবাদ

মা গঙ্গা ভগবান অনন্তদেবের পাদপদ্ম থেকে নির্গত হয়েছেন বলে, তিনি জীবদের সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারেন। অতএব এখানে তাঁর সম্বন্ধে যা বর্ণনা করা হয়েছে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়।

তাৎপর্য

আমরা বাস্তবিকভাবে দেখতে পাই যে, যাঁরা নিয়মিতভাবে গঙ্গায় স্নান করে মা গঙ্গার পূজা করেন, তাঁদের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে এবং তাঁরা ক্রমশ ভগবদ্ভক্তে পরিণত হন। এটিই গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে গঙ্গাস্নানের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এবং যিনি তা করেন তিনি নিশ্চিতভাবে সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। তার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে সগর মহারাজের পুত্রেরা, যাঁদের ভস্মীভূত দেহ গঙ্গার স্পর্শ লাভ করেছিল বলে তাঁরা স্বর্গলোকে উন্নীত হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৫

সন্নিবেশ্য মনো যস্মিন্ শ্রদ্ধয়া মুনয়োঽমলাঃ ।
ত্রৈগুণ্যং দুস্ত্যজং হিত্বা সদ্যো যাতাস্তদাত্মতাম্ ॥ ১৫ ॥

সন্নিবেশ্য—পূর্ণরূপে সন্নিবিষ্ট করে; **মনঃ**—মন; **যস্মিন্**—যাঁকে; **শ্রদ্ধয়া**—শ্রদ্ধা এবং ভক্তি সহকারে; **মুনয়ঃ**—মহান ঋষিগণ; **অমলাঃ**—সব রকম পাপের কলুষ থেকে মুক্ত; **ত্রৈগুণ্যম্**—জড়া প্রকৃতির তিন গুণ; **দুস্ত্যজম্**—যা পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন; **হিত্বা**—তাও তাঁরা পরিত্যাগ করতে পারেন; **সদ্যঃ**—তৎক্ষণাৎ; **যাতাঃ**—প্রাপ্ত হন; **তৎ-আত্মতাম্**—ভগবানের চিন্ময় গুণ।

অনুবাদ

মহর্ষিগণ ভোগবাসনা পরিত্যাগ করে তাঁদের চিত্ত সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় সন্নিবিষ্ট করেন। এই প্রকার ব্যক্তিরা অনায়াসে জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের চিন্ময় গুণাবলী লাভ করে চিন্ময় স্তরে অবস্থিত হন। এটিই ভগবানের মহিমা।

শ্লোক ১৬-১৭

শ্রুতো ভগীরথাজ্জজ্ঞে তস্য নাভোঽপরোঽভবৎ ।
সিন্ধুদ্বীপস্ততস্তস্মাদযুতায়ুস্ততোঽভবৎ ॥ ১৬ ॥
ঋতুপর্ণো নলসখো যোঽশ্ববিদ্যাময়ান্নলাৎ ।
দত্ত্বাক্ষহৃদয়ং চাস্মৈ সর্বকামস্তু তৎসুতম্ ॥ ১৭ ॥

শ্রুতঃ—শ্রুত নামক পুত্র; **ভগীরথাৎ**—ভগীরথ থেকে; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **তস্য**—শ্রুতের; **নাভঃ**—নাভ নামক; **অপরঃ**—পূর্ববর্ণিত নাভ থেকে ভিন্ন; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **সিন্ধুদ্বীপঃ**—সিন্ধুদ্বীপ নামক; **ততঃ**—নাভ থেকে; **তস্মাৎ**—সিন্ধুদ্বীপ থেকে; **অযুতায়ুঃ**—অযুতায়ু নামক একটি পুত্র; **ততঃ**—তারপর; **অভবৎ**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **ঋতুপর্ণঃ**—ঋতুপর্ণ নামক একটি পুত্র; **নল-সখঃ**—যিনি ছিলেন নলের সখা; **যঃ**—যিনি; **অশ্ব-বিদ্যাম্**—অশ্ব পরিচালনা করার বিদ্যা; **অয়াৎ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **নলাৎ**—নল থেকে; **দত্ত্বা**—দান করে; **অক্ষ-হৃদয়ম্**—দ্যূতবিদ্যার রহস্য; **চ**—এবং; **অস্মৈ**—নলকে; **সর্বকামঃ**—সর্বকাম নামক; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **তৎ-সুতম্**—তাঁর পুত্র (ঋতুপর্ণের পুত্র)।

অনুবাদ

ভগীরথের সুত নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর পুত্র ছিলেন নাভ। এই নাভ পূর্ববর্ণিত নাভ থেকে ভিন্ন। নাভের সিন্ধুদ্বীপ নামক একটি পুত্র ছিল, এবং সিন্ধুদ্বীপ থেকে

অযুতায়ুর জন্ম হয়। অযুতায়ুর পুত্র ঋতুপর্ণ, যিনি নল রাজার বন্ধু হয়েছিলেন। ঋতুপর্ণ নলরাজকে দ্যূতবিদ্যার রহস্য শিক্ষা দেন এবং নলরাজ ঋতুপর্ণকে অশ্ব পরিচালনার বিদ্যা প্রদান করেন। ঋতুপর্ণের পুত্র সর্বকাম।

তাৎপর্য

দ্যূতক্রীড়াও এক প্রকার বিদ্যা। ক্ষত্রিয়দের দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করার সুযোগ দেওয়া হত। শ্রীকৃষ্ণের কৃপায়, পাণ্ডবেরা দ্যূতক্রীড়ায় তাঁদের রাজ্য, পত্নী, পরিবার, গৃহ ইত্যাদি সর্বস্ব হারিয়েছিলেন, কারণ তাঁরা দ্যূতবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন না। অর্থাৎ, ভক্ত জড়-জাগতিক কার্যকলাপে দক্ষ নাও হতে পারেন। তাই শাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হয়েছে যে, জীবের পক্ষে বিশেষ করে ভক্তের পক্ষে জড়-জাগতিক কার্যকলাপ মোটেই উপযুক্ত নয়। তাই ভক্তের কর্তব্য, ভগবান তাঁর প্রসাদরূপে যা প্রদান করেন তা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকা। ভক্ত পবিত্র, কারণ তিনি দ্যূতক্রীড়া, আসবপান, আমিষ আহার এবং অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, এই সমস্ত পাপকর্মে একেবারেই লিপ্ত হন না।

শ্লোক ১৮

ততঃ সুদাসস্তৎপুত্রো দময়ন্তীপতির্নৃপঃ ।
আহুর্মিত্রসহং যং বৈ কল্মাষাঙ্ঘ্রিমুত ক্বচিৎ ।
বসিষ্ঠশাপাদ্ রক্ষোঽভূদনপত্যঃ স্বকর্মণা ॥ ১৮ ॥

ততঃ—সর্বকাম থেকে; **সুদাসঃ**—সুদাসের জন্ম হয়; **তৎ-পুত্রঃ**—সুদাসের পুত্র; **দময়ন্তী-পতিঃ**—দময়ন্তীর পতি; **নৃপঃ**—রাজা হয়েছিলেন; **আহুঃ**—বলা হয়; **মিত্রসহম্**—মিত্রসহ; **যম্ বৈ**—ও; **কল্মাষাঙ্ঘ্রিম্**—কল্মাষপাদ; **উত**—পরিচিত; **ক্বচিৎ**—কখনও কখনও; **বসিষ্ঠ-শাপাৎ**—বশিষ্ঠের দ্বারা অভিশপ্ত হয়ে; **রক্ষঃ**—রাক্ষস; **অভূৎ**—হয়েছিলেন; **অনপত্যঃ**—অপুত্রক; **স্ব-কর্মণা**—তাঁর পাপ আচরণের দ্বারা।

অনুবাদ

সর্বকামের পুত্র সুদাস, এবং সুদাসের পুত্র সৌদাস ছিলেন দময়ন্তীর পতি। সৌদাস মিত্রসহ অথবা কল্মাষপাদ নামেও পরিচিত। মিত্রসহ তাঁর কর্মদোষে অপুত্রক ছিলেন এবং বশিষ্ঠের শাপে রাক্ষস হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৯

শ্রীরাজোবাচ

কিং নিমিত্তো গুরোঃ শাপঃ সৌদাসস্য মহাত্মনঃ ।
এতদ্ বেদিতুমিচ্ছামঃ কথ্যতাং ন রহো যদি ॥ ১৯ ॥

শ্রী-রাজা উবাচ—মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন; **কিম্ নিমিত্তঃ**—কি কারণে; **গুরোঃ**—গুরুদেবের; **শাপঃ**—শাপ; **সৌদাসস্য**—সৌদাসের; **মহা-আত্মনঃ**—মহাত্মার; **এতৎ**—এই; **বেদিতুম্**—জানতে; **ইচ্ছামঃ**—আমি ইচ্ছা করি; **কথ্যতাম্**—দয়া করে আমাকে বলুন; **ন**—না; **রহঃ**—গোপনীয়; **যদি**—যদি।

অনুবাদ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন—হে শুকদেব গোস্বামী! মহাত্মা সৌদাসের গুরুদেব বশিষ্ঠ মুনি কেন তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন? আমি তা জানতে ইচ্ছা করি। যদি গোপনীয় না হয়, তা হলে দয়া করে তা বর্ণনা করুন।

শ্লোক ২০-২১

শ্রীশুক উবাচ

সৌদাসো মৃগয়াং কিঞ্চিচ্চরন্ রক্ষো জঘান হ ।
মুমোচ ভ্রাতরং সোঽথ গতঃ প্রতিচিকীর্ষয়া ॥ ২০ ॥
সঞ্চিন্তয়ন্নঘং রাজ্ঞঃ সূদরূপধরো গৃহে ।
গুরবে ভোক্তুকামায় পক্ত্বা নিন্যে নরামিষম্ ॥ ২১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সৌদাসঃ**—রাজা সৌদাস; **মৃগয়াম্**—মৃগয়ায়; **কিঞ্চিৎ**—কোন সময়; **চরন্**—বিচরণ করতে করতে; **রক্ষঃ**—এক রাক্ষস; **জঘান**—হত্যা করেছিলেন; **হ**—অতীতে; **মুমোচ**—মুক্ত করে দেন; **ভ্রাতরম্**—সেই রাক্ষসের ভ্রাতাকে; **সঃ**—সেই ভ্রাতা; **অথ**—তারপর; **গতঃ**—গিয়েছিল; **প্রতিচিকীর্ষয়া**—প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য; **সঞ্চিন্তয়ন্**—সে চিন্তা করেছিল; **অঘম্**—অনিষ্ট সাধন করতে; **রাজ্ঞঃ**—রাজার; **সূদ-রূপ-ধরঃ**—এক পাচকের ছদ্মবেশে; **গৃহে**—গৃহে; **গুরবে**—রাজার গুরুকে; **ভোক্তু-কামায়**—ভোজন অভিলাষী; **পক্ত্বা**—রন্ধন করে; **নিন্যে**—প্রদান করেছিল; **নর-আমিষম্**—নরমাংস।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—একসময় সৌদাস মৃগয়া করতে বনে গিয়ে এক রাক্ষসকে বধ করেন, কিন্তু সেই রাক্ষসের ভ্রাতাকে ক্ষমা করে ছেড়ে দেন। সেই রাক্ষসের ভ্রাতা প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনায়, রাজার অনিষ্টসাধন করার চিন্তা করে, রাজার গৃহে পাচকরূপে বাস করতে থাকে। একদিন রাজার গুরু বশিষ্ঠ মুনি যখন রাজগৃহে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তখন সেই রাক্ষস পাচকটি তাঁকে নরমাংস রন্ধন করে প্রদান করেছিল।

শ্লোক ২২

পরিবেক্ষ্যমাণং ভগবান্ বিলোক্যাভক্ষ্যমঞ্জসা ।
রাজানমশপৎ ক্রুদ্ধো রক্ষো হ্যেবং ভবিষ্যসি ॥ ২২ ॥

পরিবেক্ষ্যমাণম্—আহারের নিমিত্ত প্রদত্ত বস্তু পরীক্ষা করার সময়; **ভগবান্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **বিলোক্য**—দর্শন করে; **অভক্ষ্যম্**—অভক্ষ্য; **অঞ্জসা**—তাঁর যোগবলে অনায়াসে; **রাজানম্**—রাজাকে; **অশপৎ**—অভিশাপ দিয়েছিলেন; **ক্রুদ্ধঃ**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **রক্ষঃ**—রাক্ষস; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এবম্**—এইভাবে; **ভবিষ্যসি**—তুমি হবে।

অনুবাদ

তাঁকে যে খাদ্য দেওয়া হয়েছিল তা পরীক্ষা করার সময় বশিষ্ঠ মুনি যোগবলে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে অভক্ষ্য নরমাংস পরিবেশন করা হয়েছে। তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে সৌদাসকে রাক্ষস হওয়ার অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ২৩-২৪

রক্ষঃকৃতং তদ্ বিদিত্বা চক্রে দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
সোঽপ্যপোঽঞ্জলিমাদায় গুরুং শপ্তুং সমুদ্যতঃ ॥ ২৩ ॥
বারিতো মদয়ন্ত্যাপো রুশতীঃ পাদয়োর্জহৌ ।
দিশঃ খমবনীং সর্বং পশ্যঞ্জীবময়ং নৃপঃ ॥ ২৪ ॥

রক্ষঃ-কৃতম্—রাক্ষসের দ্বারা কৃতকর্ম; **তৎ**—সেই নরমাংস পরিবেশন; **বিদিত্বা**—বুঝতে পেরে; **চক্রে**—(বশিষ্ঠ) অনুষ্ঠান করেছিলেন; **দ্বাদশ-বার্ষিকম্**—প্রায়শ্চিত্তের জন্য দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রত; **সঃ**—সেই সৌদাস; **অপি**—ও; **অপঃ-অঞ্জলিম্**—অঞ্জলিপূর্ণ জল; **আদায়**—গ্রহণ করে; **গুরুম্**—তাঁর গুরু বশিষ্ঠকে; **শপ্তুম্**—অভিশাপ দেওয়ার জন্য; **সমুদ্যতঃ**—উদ্যত হয়েছিলেন; **বারিতঃ**—নিবারিত হয়ে; **মদয়ন্ত্যা**—তাঁর পত্নী মদয়ন্তীর দ্বারা; **অপঃ**—জল; **রুশতীঃ**—মন্ত্রপূত হওয়ার ফলে অত্যন্ত প্রবল; **পাদয়োঃ জহৌ**—তাঁর পায়ে নিক্ষেপ করেছিলেন; **দিশঃ**—সমস্ত দিক; **খম্**—আকাশে; **অবনীম্**—পৃথিবী; **সর্বম্**—সর্বত্র; **পশ্যন্**—দর্শন করে; **জীব-ময়ম্**—জীবময়; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

বশিষ্ঠ যখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, সেই নরমাংস রাজা তাঁকে দেননি, দিয়েছিল সেই রাক্ষস, তখন তিনি নিরপরাধ রাজাকে অভিশাপ দেওয়ার দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দ্বাদশ বর্ষব্যাপী ব্রত করেছিলেন। ইতিমধ্যে রাজা সৌদাস অঞ্জলিপূর্ণ জল গ্রহণ করে বশিষ্ঠকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পত্নী মদয়ন্তী তাঁকে নিবারণ করেন। তখন দশদিক, আকাশ এবং পৃথিবী সর্বত্রই জীবময় দর্শন করে সেই জল তাঁর নিজের পায়ে নিক্ষেপ করেছিলেন।

শ্লোক ২৫

রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ ।
ব্যবায়কালে দদৃশে বনৌকোদম্পতী দ্বিজৌ ॥ ২৫ ॥

রাক্ষসম্—রাক্ষস; **ভাবম্**—প্রবৃত্তি; **আপন্নঃ**—প্রাপ্ত হয়ে; **পাদে**—পায়ে; **কল্মাষতাম্**—কৃষ্ণবর্ণতা; **গতঃ**—প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **ব্যবায়-কালে**—রতিক্রীড়ার সময়; **দদৃশে**—তিনি দেখেছিলেন; **বন-ওকঃ**—বনবাসী; **দম্পতী**—দম্পতি; **দ্বিজৌ**—ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

এইভাবে সৌদাস রাক্ষস-ভাবাপন্ন হয়েছিলেন এবং তাঁর পায়ে কৃষ্ণবর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল কল্মাষপাদ। একসময় এই কল্মাষপাদ বনে রতিক্রীড়ারত এক ব্রাহ্মণ দম্পতিকে দেখতে পেয়েছিলেন।

শ্লোক ২৬-২৭

ক্ষুধার্তো জগৃহে বিপ্রং তৎপত্ন্যাহাকৃতার্থবৎ ।
ন ভবান্ রাক্ষসঃ সাক্ষাদিক্ষ্বাকূণাং মহারথঃ ॥ ২৬ ॥
মদয়ন্ত্যাঃ পতির্বীর নাধর্মং কর্তুমর্হসি ।
দেহি মেঽপত্যকামায়া অকৃতার্থং পতিং দ্বিজম্ ॥ ২৭ ॥

ক্ষুধা-আর্তঃ—ক্ষুধার্ত হয়ে; **জগৃহে**—গ্রহণ করেছিলেন; **বিপ্রম্**—ব্রাহ্মণকে; **তৎ-পত্নী**—তাঁর পত্নী; **আহ**—বলেছিলেন; **অকৃত-অর্থ-বৎ**—অতৃপ্ত, দীন এবং ক্ষুধার্ত হয়ে; **ন**—না; **ভবান্**—আপনি; **রাক্ষসঃ**—রাক্ষস; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে অথবা প্রকৃতপক্ষে; **ইক্ষ্বাকূণাম্**—মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশধরদের মধ্যে; **মহারথঃ**—এক মহান যোদ্ধা; **মদয়ন্ত্যাঃ**—মদয়ন্তীর; **পতিঃ**—পতি; **বীর**—হে বীর; **ন**—না; **অধর্মম্**—অধর্ম আচরণ; **কর্তুম্**—করা; **অর্হসি**—আপনার উচিত; **দেহি**—দয়া করে প্রদান করুন; **মে**—আমার; **অপত্য-কামায়াঃ**—সন্তান লাভের বাসনায়; **অকৃত-অর্থম্**—যাঁর বাসনা পূর্ণ হয়নি; **পতিম্**—পতিকে; **দ্বিজম্**—যিনি একজন ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

তখন রাক্ষস-ভাবাপন্ন সৌদাস ক্ষুধার্ত হয়ে সেই ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করেছিলেন। তখন ব্রাহ্মণের পত্নী অত্যন্ত দীনভাবে রাজাকে বলেছিলেন—হে বীর, আপনি প্রকৃতপক্ষে রাক্ষস নন; আপনি মহারাজ ইক্ষ্বাকুর বংশধর। আপনি এক মহাবীর এবং মদয়ন্তীর পতি। আপনার পক্ষে এই প্রকার অধর্ম আচরণ করা উচিত নয়। আমি সন্তান লাভের অভিলাষী। দয়া করে আমার পতিকে ফিরিয়ে দিন, তাঁর রতিক্রীড়া এখনও সমাপ্ত হয়নি।

শ্লোক ২৮

দেহোঽয়ং মানুষো রাজন্ পুরুষস্যাখিলার্থদঃ ।
তস্মাদস্য বধো বীর সর্বার্থবধ উচ্যতে ॥ ২৮ ॥

দেহঃ—দেহ; **অয়ম্**—এই; **মানুষঃ**—মানুষ; **রাজন্**—হে রাজন্; **পুরুষস্য**—জীবের; **অখিল**—সমস্ত; **অর্থদঃ**—পুরুষার্থ প্রদানকারী; **তস্মাৎ**—অতএব; **অস্য**—আমার পতির দেহের; **বধঃ**—বধ; **বীর**—হে বীর; **সর্ব-অর্থ-বধঃ**—সমস্ত পুরুষার্থ বিনাশ; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

হে রাজন্, হে বীর, এই মনুষ্যদেহ জীবের সর্ব-পুরুষার্থপ্রদ। আপনি যদি এই দেহ অকালে বধ করেন, তা হলে আপনি সর্বপুরুষার্থ বিনষ্ট করবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

হরি হরি! বিফলে জনম গোঙাইনু ।
মনুষ্য-জনম পাইয়া, রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া,
জানিয়া শুনিয়া বিষ খাইনু ॥

মনুষ্য-শরীর অত্যন্ত দুর্লভ, কারণ এই শরীরে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। এই জড় জগতে জীবের অবস্থানের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া। জড় জগতে মানুষ সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু জীবনের চরম গন্তব্যস্থল যে কি তা না জানার ফলে, জীব একের পর এক দেহ পরিবর্তন করে। কিন্তু কেউ যখন সৌভাগ্যক্রমে মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হয়, তখন সেই শরীরে সে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ চরিতার্থ করতে পারে, এবং যথাযথভাবে পরিচালিত হলে মোক্ষের স্তরও অতিক্রম করে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া যায়। সেটিই হচ্ছে জীবনের পরম পুরুষার্থ—সংসার-চক্রের নিবৃত্তি সাধন করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া (*মামেতি*), এবং সেখানে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় যুক্ত হওয়া। তাই মনুষ্য-শরীর গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের এই চরম উন্নতি সাধন করা। মনুষ্য-সমাজে নরহত্যা এক অতি গর্হিত অপরাধ। কসাইখানায় লক্ষ লক্ষ পশু হত্যা হচ্ছে, কিন্তু সেই জন্য কেউই কিছু মনে করে না, কিন্তু একজন মানুষকে যদি হত্যা করা হয়, তা হলে তার ফলে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। কেন? কারণ জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মনুষ্য-শরীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ২৯

এষ হি ব্রাহ্মণো বিদ্বাংস্তপঃশীলগুণান্বিতঃ ।
আরিরাধয়িষুর্ব্রহ্ম মহাপুরুষসংজ্ঞিতম্ ।
সর্বভূতাত্মভাবেন ভূতেষ্বন্তর্হিতং গুণৈঃ ॥ ২৯ ॥

এষঃ—এই; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **ব্রাহ্মণঃ**—যোগ্য ব্রাহ্মণ; **বিদ্বান্**—বৈদিক তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত; **তপঃ**—তপস্যা; **শীল**—সৎ আচরণ; **গুণ-অন্বিতঃ**—সমস্ত সদ্‌গুণ সমন্বিত; **আরিরাধয়িষুঃ**—আরাধনা করতে অভিলাষী; **ব্রহ্ম**—পরমব্রহ্ম; **মহা-পুরুষ**—পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ; **সংজ্ঞিতম্**—পরিচিত; **সর্ব-ভূত**—সমস্ত জীবের; **আত্ম-ভাবেন**—পরমাত্মারূপে; **ভূতেষু**—সমস্ত জীবে; **অন্তর্হিতম্**—হৃদয়ে; **গুণৈঃ**—গুণের দ্বারা।

অনুবাদ

এই ব্রাহ্মণ বিদ্বান, অত্যন্ত গুণবান, তপস্যা-পরায়ণ এবং সমস্ত জীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করার অভিলাষী।

তাৎপর্য

সেই ব্রাহ্মণের পত্নী তাঁর পতিকে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হওয়ার ফলেই ব্রাহ্মণ বলে মনে করেননি। পক্ষান্তরে, এই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত গুণ সমন্বিত যথার্থ ব্রাহ্মণ ছিলেন। *যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্* (*শ্রীমদ্ভাগবত* ৭/১১/৩৫)। ব্রাহ্মণের লক্ষণ শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ॥

"শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম।" (*ভগবদ্‌গীতা* ১৮/৪২) কেবল ব্রাহ্মণোচিত গুণ সমন্বিত হওয়াই যথেষ্ট নয়, ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপে যুক্ত হতে হবে। কেবল গুণই যথেষ্ট নয়; ব্রাহ্মণের কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। ব্রাহ্মণের কর্তব্য হচ্ছে পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে জানা (*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্*)। যেহেতু এই ব্রাহ্মণ ছিলেন যথার্থ ব্রাহ্মণোচিত গুণসম্পন্ন এবং ব্রাহ্মণোচিত কার্যকলাপে যুক্ত (ব্রহ্মকর্ম), তাই তাঁকে হত্যা করা এক অত্যন্ত গর্হিত পাপ হবে, এবং সেই জন্য ব্রাহ্মণের পত্নী তাঁকে হত্যা না করতে অনুরোধ করেছিলেন ।

শ্লোক ৩০

সোঽয়ং ব্রহ্মর্ষিবর্যস্তে রাজর্ষিপ্রবরাদ্ বিভো ।
কথমর্হতি ধর্মজ্ঞ বধং পিতুরিবাত্মজঃ ॥ ৩০ ॥

সঃ—তিনি, ব্রাহ্মণ; **অয়ম্**—এই; **ব্রহ্ম-ঋষি-বর্যঃ**—কেবল ব্রাহ্মণই নয়, অধিকন্তু তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি; **তে**—আপনারও; **রাজর্ষি-প্রবরাৎ**—সমস্ত রাজর্ষিদের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ; **বিভো**—হে রাজ্যের প্রভু; **কথম্**—কিভাবে; **অর্হতি**—যোগ্য; **ধর্ম-জ্ঞ**—হে ধর্মতত্ত্ববিৎ; **বধম্**—বধ; **পিতুঃ**—পিতার থেকে; **ইব**—সদৃশ; **আত্মজঃ**—পুত্র।

অনুবাদ

হে প্রভো! আপনি ধর্মতত্ত্ববেত্তা। পুত্র যেমন কখনও পিতার বধার্হ হতে পারে না, তেমনই এই ব্রাহ্মণও আপনার পাল্য। ইনি কিভাবে আপনার মতো একজন রাজর্ষির বধযোগ্য হতে পারে?

তাৎপর্য

রাজর্ষি শব্দটির অর্থ হচ্ছে, যে রাজা ঋষির মতো আচরণ করেন। এই প্রকার রাজাকে নরদেবও বলা হয়, কারণ তিনি ভগবানের প্রতিনিধি। যেহেতু তাঁর কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য রাজ্যশাসন করা, তাই রাজার পক্ষে কখনও ব্রাহ্মণকে হত্যা করা উচিত নয়। সাধারণত ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, শিশু, বৃদ্ধ এবং গাভী কখনই দণ্ডণীয় নয়। তাই ব্রাহ্মণের পত্নী রাজাকে সেই পাপকর্ম থেকে বিরত হতে অনুরোধ করেছিলেন।

শ্লোক ৩১

তস্য সাধোরপাপস্য ভ্রূণস্য ব্রহ্মবাদিনঃ ।
কথং বধং যথা বভ্রোর্মন্যতে সম্মতো ভবান্ ॥ ৩১ ॥

তস্য—তাঁর; **সাধোঃ**—সাধুর; **অপাপস্য**—নিষ্পাপ; **ভ্রূণস্য**—ভ্রূণের; **ব্রহ্ম-বাদিনঃ**—ব্রহ্মজ্ঞ; **কথম্**—কিভাবে; **বধম্**—বধ; **যথা**—যেমন; **বভ্রোঃ**—গাভীর; **মন্যতে**—আপনি মনে করছেন; **সৎ-মতঃ**—মহাজনদের দ্বারা স্বীকৃত; **ভবান্**—আপনি।

অনুবাদ

আপনি সাধুদেরও পূজিত। তাই এই সাধু, নিষ্পাপ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে আপনি কেন হত্যা করতে উদ্যত হয়েছেন? তাঁকে হত্যা করা ভ্রূণহত্যা অথবা গোহত্যারই মতো পাপ হবে।

তাৎপর্য

অমরকোষ অভিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, *ভ্রূণোঽর্ভকে বালগর্ভে*—*ভ্রূণ* শব্দটি গাভী অথবা গর্ভস্থ শিশুকে উল্লেখ করে। বৈদিক সংস্কৃতিতে গোহত্যা অথবা ব্রহ্মহত্যার মতোই ভ্রূণহত্যা অত্যন্ত গর্হিত পাপ। গর্ভে জীব অপূর্ণ শরীরে অবস্থান করে। আধুনিক বিজ্ঞানে যে বলা হয় রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের উদ্ভব হয়, তা পাগলের প্রলাপের মতোই অর্থহীন। বৈজ্ঞানিকেরা ডিম থেকে জন্ম হয় যে সমস্ত প্রাণীর, সেই রকম একটি জীবও তৈরি করতে পারেনি। রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণে ডিম সৃষ্টি করে তার থেকে যে তারা জীবনের সৃষ্টি করবে বলে জল্পনা-কল্পনা করছে, তা নিতান্তই অর্থহীন। তারা বলে, রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবন সৃষ্টি করা সম্ভব, কিন্তু এই সমস্ত মূর্খেরা সেই রকম কোন রাসায়নিক সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারেনি। এই শ্লোকে বলা হয়েছে *ভ্রূণস্য বধম্*—ভ্রূণহত্যা। এটি বৈদিক শাস্ত্রের ঘোষণা। জড় পদার্থের সমন্বয়ের ফলে জীবনের সৃষ্টি হয়েছে বলে নাস্তিকদের যে মতবাদ, সেটি হচ্ছে সব চাইতে বড় মূর্খতা।

শ্লোক ৩২

যদ্যয়ং ক্রিয়তে ভক্ষ্যস্তর্হি মাং খাদ পূর্বতঃ ।
ন জীবিষ্যে বিনা যেন ক্ষণং চ মৃতকং যথা ॥ ৩২ ॥

যদি—যদি; **অয়ম্**—এই ব্রাহ্মণ; **ক্রিয়তে**—গ্রহণ করা হয়; **ভক্ষ্যঃ**—আহার্য রূপে; **তর্হি**—তা হলে; **মাম্**—আমাকে; **খাদ**—ভক্ষণ করুন; **পূর্বতঃ**—পূর্বে; **ন**—না; **জীবিষ্যে**—আমি জীবন ধারণ করব; **বিনা**—ব্যতীত; **যেন**—যাঁকে (আমার পতিকে); **ক্ষণম্ চ**—ক্ষণকালের জন্য; **মৃতকম্**—মৃতদেহ; **যথা**—সদৃশ।

অনুবাদ

আমার পতি ব্যতীত আমি ক্ষণকালের জন্যও জীবন ধারণ করতে পারব না। আপনি যদি আমার পতিকে ভক্ষণ করতে চান, তা হলে প্রথমে আমাকে ভক্ষণ করুন, কারণ আমার পতির বিরহে আমি মৃততুল্যা।

তাৎপর্য

বৈদিক সংস্কৃতিতে সতী বা সহমরণ প্রথা রয়েছে, যাতে পত্নী মৃত পতির সহমৃতা হন। এই প্রথা অনুসারে পতির মৃত্যু হলে, পত্নী স্বেচ্ছায় তাঁর জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ

করেন। এই শ্লোকে ব্রাহ্মণপত্নী সেই সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। পতি-বিরহে পত্নী মৃততুল্যা। তাই বৈদিক সংস্কৃতিতে মেয়েদের বিবাহ দেওয়া অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। সেই দায়িত্বটি কন্যার পিতার। পিতা কন্যাকে দান করতে পারেন, এবং পতির একাধিক পত্নী থাকতে পারে, কিন্তু কন্যার বিবাহ দিতেই হবে। এটিই বৈদিক সংস্কৃতি। নারীকে সর্বদাই কারও না কারও রক্ষণাবেক্ষণে থাকতে হয়—শৈশবে পিতার, যৌবনে পতির এবং বার্ধক্যে উপযুক্ত পুত্রের তত্ত্বাবধানে তাঁকে থাকতে হয়। *মনুসংহিতায়* স্ত্রী-স্বাধীনতা অনুমোদিত হয়নি। স্ত্রী-স্বাধীনতা মানেই হচ্ছে দুর্দশা। এই যুগে বহু মেয়েরা অবিবাহিত এবং ভ্রান্তভাবে তারা নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করছে, কিন্তু তাদের জীবন দুঃখ-দুর্দশায় পূর্ণ। এখানে তার ঠিক বিপরীত দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে পতির বিরহে স্ত্রী নিজেকে মৃততুল্যা বলে মনে করছেন।

শ্লোক ৩৩

এবং করুণভাষিণ্যা বিলপন্ত্যা অনাথবৎ ।
ব্যাঘ্রঃ পশুমিবাখাদৎ সৌদাসঃ শাপমোহিতঃ ॥ ৩৩ ॥

এবম্—এইভাবে; **করুণ-ভাষিণ্যাঃ**—ব্রাহ্মণের পত্নী যখন অত্যন্ত করুণভাবে আবেদন করছিল; **বিলপন্ত্যাঃ**—বিলাপ করছিল; **অনাথ-বৎ**—অনাথিনীর মতো; **ব্যাঘ্রঃ**—ব্যাঘ্র; **পশুম্**—পশু; **ইব**—সদৃশ; **অখাদৎ**—ভক্ষণ করেছিল; **সৌদাসঃ**—রাজা সৌদাস; **শাপ**—অভিশাপের দ্বারা; **মোহিতঃ**—মোহিত হয়ে।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণের পত্নী যদিও করুণভাবে অনাথিনীর মতো বিলাপ করছিলেন, তবুও তাঁর সেই কাতর বাক্যে বিচলিত না হয়ে, বশিষ্ঠের শাপে মোহিত রাজা সৌদাস বাঘ যেভাবে পশু ভক্ষণ করে, ঠিক সেইভাবে সেই ব্রাহ্মণকে ভক্ষণ করেছিল।

তাৎপর্য

এটি নিয়তির একটি দৃষ্টান্ত। রাজা সৌদাস বশিষ্ঠের দ্বারা অভিশপ্ত হয়েছিলেন, এবং অত্যন্ত গুণবান হওয়া সত্ত্বেও বাঘের মতো হিংস্র এক রাক্ষসে পরিণত হয়েছিলেন, কারণ সেটিই ছিল তাঁর নিয়তি। *তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃসুখম্*

(*শ্রীমদ্ভাগবত* ১/৫/১৮)। ভাগ্যক্রমে যেমন দুঃখভোগ হয়, তেমনই ভাগ্যের ফলে সুখও লাভ হয়। নিয়তি অত্যন্ত প্রবল, কিন্তু কৃষ্ণভক্তির স্তরে উন্নীত হওয়ার ফলে সেই নিয়তির পরিবর্তন করা যায়। *কর্মাণি নির্দহতি কিন্তু চ ভক্তিভাজাম্* (*ব্রহ্মসংহিতা* ৫/৫৪)।

শ্লোক ৩৪

ব্রাহ্মণী বীক্ষ্য দিধিষুং পুরুষাদেন ভক্ষিতম্ ।
শোচন্ত্যাত্মানমুর্বীশমশপৎ কুপিতা সতী ॥ ৩৪ ॥

ব্রাহ্মণী—ব্রাহ্মণপত্নী; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **দিধিষুম্**—গর্ভাধানে উদ্যত পতিকে; **পুরুষ-অদেন**—রাক্ষসের দ্বারা; **ভক্ষিতম্**—ভক্ষণ করতে; **শোচন্তি**—গভীরভাবে শোক করতে করতে; **আত্মানম্**—তাঁর দেহ অথবা আত্মার জন্য; **উর্বীশম্**—রাজাকে; **অশপৎ**—শাপ দিয়েছিলেন; **কুপিতা**—অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে; **সতী**—সতী।

অনুবাদ

সতী ব্রাহ্মণী যখন দেখলেন যে, গর্ভাধানে উদ্যত তাঁর পতিকে সেই রাক্ষস ভক্ষণ করছে, তখন তিনি শোকে অভিভূতা হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি তখন সেই রাজাকে ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৫

যস্মান্মে ভক্ষিতঃ পাপ কামার্তায়াঃ পতিস্ত্বয়া ।
তবাপি মৃত্যুরাধানাদকৃতপ্রজ্ঞ দর্শিতঃ ॥ ৩৫ ॥

যস্মাৎ—যেহেতু; **মে**—আমার; **ভক্ষিতঃ**—ভক্ষণ করেছ; **পাপ**—হে পাপিষ্ঠ; **কামার্তায়াঃ**—কামপীড়িতা রমণীর; **পতিঃ**—পতি; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **তব**—তোমার; **অপি**—ও; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **আধানাৎ**—তুমি যখন তোমার পত্নীতে গর্ভাধান করবে; **অকৃত-প্রজ্ঞ**—হে মূর্খ; **দর্শিতঃ**—তোমাকে এই অভিশাপ দেওয়া হল।

অনুবাদ

হে মূর্খ! হে পাপিষ্ঠ! আমি যখন কামপীড়িতা হয়ে আমার পতির বীর্য ধারণ করতে উদ্যত হয়েছিলাম, তখন যেহেতু তুমি আমার পতিকে ভক্ষণ করেছ, তাই

আমি তোমাকে অভিশাপ দিলাম, তুমি যখন তোমার পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করবে, তখন তোমার মৃত্যু হবে। অর্থাৎ, যখনই তুমি মৈথুনরত হবে, তখনই তোমার মৃত্যু হবে।

শ্লোক ৩৬

এবং মিত্রসহং শপ্ত্বা পতিলোকপরায়ণা ।
তদস্থীনি সমিদ্ধেঽগ্নৌ প্রাস্য ভর্তুর্গতিং গতা ॥ ৩৬ ॥

এবম্—এইভাবে; **মিত্রসহম্**—রাজা সৌদাসকে; **শপ্ত্বা**—অভিশাপ দিয়ে; **পতিলোক-পরায়ণা**—তাঁর পতির অনুগমন করার বাসনায়; **তৎ-অস্থীনি**—তাঁর পতির অস্থি; **সমিদ্ধে অগ্নৌ**—প্রজ্বলিত অগ্নিতে; **প্রাস্য**—নিক্ষেপ করে; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **গতিম্**—গতি; **গতা**—গমন করেছিলেন।

অনুবাদ

সেই ব্রাহ্মণ-পত্নী মিত্রসহ নামক রাজা সৌদাসকে এইভাবে অভিশাপ দিয়েছিলেন। তারপর, পতির সহগামিনী হওয়ার বাসনায় তিনি তাঁর পতির অস্থি প্রজ্বলিত অগ্নিতে স্থাপনপূর্বক সেই আগুনে স্বয়ং প্রবেশ করে তাঁর পতির গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৩৭

বিশাপো দ্বাদশাব্দান্তে মৈথুনায় সমুদ্যতঃ ।
বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণীশাপং মহিষ্যা স নিবারিতঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশাপঃ—শাপমুক্ত হয়ে; **দ্বাদশ-অব্দ-অন্তে**—দ্বাদশ বৎসর পর; **মৈথুনায়**—তাঁর পত্নীর সঙ্গে মৈথুনের জন্য; **সমুদ্যতঃ**—সৌদাস যখন উদ্যত হয়েছিলেন; **বিজ্ঞাপ্য**—তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন; **ব্রাহ্মণী-শাপম্**—ব্রাহ্মণীর অভিশাপ; **মহিষ্যা**—রাণীর দ্বারা; **সঃ**—তিনি (রাজা); **নিবারিতঃ**—নিবারণ করেছিলেন।

অনুবাদ

বারো বছর পর রাজা সৌদাস বশিষ্ঠের শাপ থেকে মুক্ত হয়ে যখন তাঁর পত্নীর সঙ্গে মৈথুনে উদ্যত হয়েছিলেন, তখন তাঁর পত্নী তাঁকে ব্রাহ্মণীর অভিশাপ মনে করিয়ে দিয়ে রতিক্রীড়া থেকে নিবৃত্ত করেছিলেন।

শ্লোক ৩৮

অত ঊর্ধ্বং স তত্যাজ স্ত্রীসুখং কর্মণাপ্রজাঃ ।
বসিষ্ঠস্তদনুজ্ঞাতো মদয়ন্ত্যাং প্রজামধাৎ ॥ ৩৮ ॥

অতঃ—এইভাবে; **ঊর্ধ্বম্**—অদূর ভবিষ্যতে; **সঃ**—তিনি, রাজা; **তত্যাজ**—ত্যাগ করেছিলেন; **স্ত্রী-সুখম্**—স্ত্রীসঙ্গের সুখ; **কর্মণা**—কর্মফলের দ্বারা; **অপ্রজাঃ**—নিঃসন্তান হয়েছিলেন; **বসিষ্ঠঃ**—মহর্ষি বশিষ্ঠ; **তৎ-অনুজ্ঞাতঃ**—সন্তান উৎপাদনের জন্য রাজার অনুমতিক্রমে; **মদয়ন্ত্যাম্**—রাজ সৌদাসের পত্নী মদয়ন্তীর গর্ভে; **প্রজাম্**—পুত্র; **অধাৎ**—উৎপাদন করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে উপদিষ্ট হয়ে রাজা স্ত্রীসঙ্গসুখ পরিত্যাগ করেছিলেন এবং কর্মফলবশত নিঃসন্তান হয়েছিলেন। পরে রাজার অনুমতিক্রমে, মহর্ষি বশিষ্ঠ মদয়ন্তীর গর্ভে একটি সন্তান উৎপাদন করেন।

শ্লোক ৩৯

সা বৈ সপ্ত সমা গর্ভমবিভ্রন্ন ব্যজায়ত ।
জঘ্নেঽশ্মনোদরং তস্যাঃ সোঽশ্মকস্তেন কথ্যতে ॥ ৩৯ ॥

সা—তিনি, মহিষী মদয়ন্তী; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **সপ্ত**—সাত; **সমাঃ**—বৎসর; **গর্ভম্**—গর্ভস্থ শিশু; **অবিভ্রৎ**—ধারণ করেছিলেন; **ন**—না; **ব্যজায়ত**—প্রসব করেছিলেন; **জঘ্নে**—আঘাত করেছিলেন; **অশ্মনা**—একটি পাথরের দ্বারা; **উদরম্**—উদর; **তস্যাঃ**—তাঁর; **সঃ**—পুত্র; **অশ্মকঃ**—অশ্মক নামক; **তেন**—সেই কারণে; **কথ্যতে**—বিখ্যাত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মদয়ন্তী সাত বছর যাবৎ গর্ভ ধারণ করেছিলেন এবং তা সত্ত্বেও পুত্র প্রসূত হয়নি। তাই বশিষ্ঠ তাঁর উদরে একটি প্রস্তরের দ্বারা আঘাত করেছিলেন, এবং তখন পুত্রের জন্ম হয়। সেই জন্য এই পুত্র অশ্মক ('অশ্ম বা পাথরের আঘাতে উৎপন্ন') নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪০

অশ্মকাদ্বালিকো জজ্ঞে যঃ স্ত্রীভিঃ পরিরক্ষিতঃ ।
নারীকবচ ইত্যুক্তো নিঃক্ষত্রে মূলকোঽভবৎ ॥ ৪০ ॥

অশ্মকাৎ—অশ্মক থেকে; **বালিকঃ**—বালিক নামক একটি পুত্র; **জজ্ঞে**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **যঃ**—এই বালিক; **স্ত্রীভিঃ**—স্ত্রীদের দ্বারা; **পরিরক্ষিতঃ**—রক্ষিত হয়েছিলেন; **নারী-কবচঃ**—নারীকবচ; **ইতি উক্তঃ**—নামে পরিচিত হন; **নিঃক্ষত্রে**—(পরশুরাম সমস্ত ক্ষত্রিয়দের সংহার করলে) পৃথিবী যখন নিঃক্ষত্রিয় হয়েছিল; **মূলকঃ**—মূলক, ক্ষত্রিয় বংশের মূল; **অভবৎ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

অশ্মক থেকে বালিকের জন্ম হয়। বালিক স্ত্রীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পরশুরামের ক্রোধ থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন বলে তাঁর নাম হয় নারীকবচ ('যিনি নারীদের দ্বারা রক্ষিত হয়েছিলেন')। পরশুরাম যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন, তখন বালিক ক্ষত্রিয় বংশের মূল হয়েছিলেন। তাই তাঁর নাম হয় মূলক।

শ্লোক ৪১

ততো দশরথস্তস্মাৎ পুত্র ঐড়বিড়িস্ততঃ ।
রাজা বিশ্বসহো যস্য খট্বাঙ্গশ্চক্রবর্ত্যভূৎ ॥ ৪১ ॥

ততঃ—বালিক থেকে; **দশরথঃ**—দশরথ নামক এক পুত্র; **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে; **পুত্রঃ**—এক পুত্র; **ঐড়বিড়িঃ**—ঐড়বিড়ি নামক; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **রাজা বিশ্বসহঃ**—বিশ্বসহ নামক বিখ্যাত রাজার জন্ম হয়; **যস্য**—যাঁর; **খট্বাঙ্গঃ**—খট্বাঙ্গ নামক রাজা; **চক্রবর্তী**—সম্রাট; **অভূৎ**—হয়েছিলেন।

অনুবাদ

বালিক থেকে দশরথ নামক পুত্রের জন্ম হয়, দশরথ থেকে ঐড়বিড়ি নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং ঐড়বিড়ি থেকে রাজা বিশ্বসহের জন্ম হয়। রাজা বিশ্বসহের পুত্র ছিলেন বিখ্যাত মহারাজ খট্বাঙ্গ।

শ্লোক ৪২

যো দেবৈরর্থিতো দৈত্যানবধীদ্ যুধি দুর্জয়ঃ ।
মুহূর্তমায়ুর্জ্ঞাত্বৈত্য স্বপুরং সন্দধে মনঃ ॥ ৪২ ॥

যঃ—যিনি, রাজা খট্বাঙ্গ; **দেবৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **অর্থিতঃ**—প্রার্থিত হয়ে; **দৈত্যান্**—দৈত্যদের; **অবধীৎ**—সংহার করেছিলেন; **যুধি**—যুদ্ধে; **দুর্জয়ঃ**—অজেয়; **মুহূর্তম্**—এক মুহূর্ত মাত্র; **আয়ুঃ**—আয়ু; **জ্ঞাত্বা**—জেনে; **এত্য**—ফিরে এসেছিলেন; **স্ব-পুরম্**—তাঁর রাজধানীতে; **সন্দধে**—স্থির করেছিলেন; **মনঃ**—মন।

অনুবাদ

রাজা খট্বাঙ্গ যুদ্ধে অজেয় ছিলেন। অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য দেবতাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন, এবং দেবতারা তখন অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বরদান করতে চেয়েছিলেন। রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করেন তাঁর আর কতকাল আয়ু বাকি রয়েছে, এবং দেবতারা তাঁকে তখন জানান যে, তাঁর আয়ু আর এক মুহূর্ত মাত্র বাকি রয়েছে। তখন তিনি তাঁর রাজধানীতে ফিরে এসে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর মনকে সম্পূর্ণরূপে নিবিষ্ট করেন।

তাৎপর্য

মহারাজ খট্বাঙ্গের ভগবদ্ভক্তির দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। মহারাজ খট্বাঙ্গ কেবল এক মুহূর্তের জন্য ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তার ফলেই তিনি ভগবদ্ধামে উন্নীত হয়েছিলেন। তাই, কেউ যদি তাঁর জীবনের শুরু থেকেই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করেন, তা হলে তিনি নিঃসন্দেহে ভগবদ্ধামে ফিরে যাবেন (*অসংশয়*)।

ভগবদ্গীতায় ভক্তের বর্ণনা করে *অসংশয়* শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে। ভগবান স্বয়ং সেখানে উপদেশ দিয়েছেন—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥

"হে পার্থ (অর্জুন), আমাতে আসক্তচিত্ত হয়ে, আমাতে মনোনিবেশ করে যোগাভ্যাস করলে, কিভাবে সমস্ত সংশয় থেকে মুক্ত হয়ে আমাকে জানতে পারবে, তা শ্রবণ কর।" (*ভগবদ্গীতা* ৭/১)

ভগবান আরও বলেছেন—

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥

"হে অর্জুন, যিনি আমার এই প্রকার দিব্য জন্ম এবং কর্ম যথাযথভাবে জানেন, তাঁকে আর দেহত্যাগ করার পর পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় না, তিনি আমার নিত্য ধাম লাভ করেন।" (*ভগবদ্গীতা* ৪/৯)

তাই, জীবনের শুরু থেকেই ভক্তিযোগের অনুশীলন করা উচিত, যার ফলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বর্ধিত হয়। কেউ যদি প্রতিদিন মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন, ভগবানের আরাধনা করে ভোগ নিবেদন করেন, ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করেন এবং ভগবানের মহিমা যতদূর সম্ভব প্রচার করেন, তা হলে তিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হবেন। মন যখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হয় (*ময্যাসক্তমনাঃ*), তখন মনুষ্য জন্ম সার্থক হয়। কেউ যদি সেই সুযোগ হারায়, এবং বুঝতে না পারে কোথায় সে যাচ্ছে, তা হলে তাকে এই সংসার-চক্রেই পড়ে থাকতে হবে এবং কখন যে আবার তার মনুষ্য জন্ম লাভ হবে ও ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ আসবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই যাঁরা পরম বুদ্ধিমান, তাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করে তাঁদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেন।

শ্লোক ৪৩

ন মে ব্রহ্মকুলাৎ প্রাণাঃ কুলদৈবান্ন চাত্মজাঃ ।
ন শ্রিয়ো ন মহী রাজ্যং ন দারাশ্চাতিবল্লভাঃ ॥ ৪৩ ॥

ন—না; **মে**—আমার; **ব্রহ্ম-কুলাৎ**—ব্রাহ্মণদের গোষ্ঠী থেকে; **প্রাণাঃ**—জীবন; **কুল-দৈবাৎ**—কুলদেবতা-স্বরূপ; **ন**—না; **চ**—ও; **আত্মজাঃ**—পুত্র এবং কন্যাগণ; **ন**—না; **শ্রিয়ঃ**—ঐশ্বর্য; **ন**—না; **মহী**—পৃথিবী; **রাজ্যম্**—রাজ্য; **ন**—না; **দারাঃ**—পত্নী; **চ**—ও; **অতি-বল্লভাঃ**—অত্যন্ত প্রিয়।

অনুবাদ

মহারাজ খট্টাঙ্গ স্থির করেছিলেন—আমার কুলের দ্বারা পূজিত ব্রাহ্মণগণ এবং ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতি আমার প্রাণ থেকেও অধিক প্রিয়। অতএব আমার রাজ্য, পৃথিবী পত্নী, সন্তান এবং ঐশ্বর্যের কথা কি আর বলার আছে? কোন কিছুই আমার কাছে ব্রাহ্মণদের থেকে অধিক প্রিয় নয়।

তাৎপর্য

ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির পক্ষপাতী মহারাজ খট্টাঙ্গ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে সর্বতোভাবে শরণাগত হয়ে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তটিরও সদ্ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। ভগবান এই প্রার্থনাটির দ্বারা আরাধিত হন—

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

"আমি পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সমস্ত গাভী, ব্রাহ্মণ এবং জীবদের হিতাকাঙ্ক্ষী। আমি গোবিন্দকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আনন্দের উৎস।" কৃষ্ণভক্ত ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতি অত্যন্ত আসক্ত। বস্তুতপক্ষে, যে সুদক্ষ ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণকে জানেন এবং শ্রীকৃষ্ণ কি চান তা জানেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত ব্রাহ্মণ। *ব্রহ্ম জানাতীতি ব্রাহ্মণঃ*। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরব্রহ্ম, এবং তাই সমস্ত কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তিরা বা কৃষ্ণভক্তরা হচ্ছেন অতি উন্নত স্তরের ব্রাহ্মণ। খট্টাঙ্গ মহারাজ কৃষ্ণভক্তদের প্রকৃত ব্রাহ্মণ এবং মানব-সমাজের প্রকৃত আলোক বলে মনে করেছিলেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণভাবনায় এবং আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে উন্নতি সাধনের অভিলাষী, তাঁর অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মণ্য সংস্কৃতিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা এবং শ্রীকৃষ্ণকে জানা (*কৃষ্ণায় গোবিন্দায়*)। তা হলেই তাঁর জীবন সার্থক হবে।

শ্লোক ৪৪

ন বাল্যেঽপি মতির্মহ্যমধর্মে রমতে ক্বচিৎ ।
নাপশ্যমুত্তমশ্লোকাদন্যৎ কিঞ্চন বস্ত্বহম্ ॥ ৪৪ ॥

ন—না; **বাল্যে**—শৈশবে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **মতিঃ**—আকর্ষণ; **মহ্যম্**—আমার; **অধর্মে**—অধর্মে; **রমতে**—উপভোগ করে; **ক্বচিৎ**—কোন সময়; **ন**—না; **অপশ্যম্**—আমি দেখেছিলাম; **উত্তমশ্লোকাৎ**—ভগবান থেকে; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **কিঞ্চন**—কোন কিছু; **বস্তু**—বস্তু; **অহম্**—আমি।

অনুবাদ

আমি আমার শৈশবেও কোনও তুচ্ছ বস্তু অথবা অধর্মে আসক্ত হইনি। আমি অন্য কোন বস্তুকে উত্তমশ্লোক ভগবান থেকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করিনি।

তাৎপর্য

মহারাজ খট্টাঙ্গ কৃষ্ণভক্তের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। কৃষ্ণভক্ত অন্য কোন কিছুই ভগবানের থেকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না, এবং তিনি এই জড় জগতে কোন বস্তুই ভগবান থেকে ভিন্ন বলে দর্শন করেন না। সেই সম্বন্ধে *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* (*মধ্য* ৮/২৭৪) বলা হয়েছে—

স্থাবর-জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্তি ।
সর্বত্র হয় নিজ ইষ্টদেব-স্ফূর্তি ॥

"মহাভাগবত স্থাবর এবং জঙ্গম বস্তুসমূহ দর্শন করেন ঠিকই, কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে তাদের রূপ দর্শন করেন না। পক্ষান্তরে, তাঁর কাছে সর্বত্রই ভগবানের মূর্তি প্রকাশিত হয়।" ভগবদ্ভক্ত এই জড় জগতে থাকলেও এই জড় জগতের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। *নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে*। তিনি এই জড় জগৎ ভগবানের সম্পর্কে দর্শন করেন। ভক্তও অর্থ উপার্জন করতে পারেন, কিন্তু সেই অর্থ তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রচারের জন্য বড় বড় মন্দির প্রতিষ্ঠা করে এবং ভগবানের পূজার আয়োজন করে ব্যয় করেন। খট্টাঙ্গ মহারাজ একজন বিষয়াসক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, সম্পত্তি এবং ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের অন্যান্য সমস্ত বস্তুর প্রতি সর্বদাই আসক্ত থাকে, কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, খট্টাঙ্গ মহারাজ এই সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্ত ছিলেন না, এমন কি ভগবানের উদ্দেশ্য ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্বও তিনি চিন্তা করতেন না। *ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্*—সব কিছুই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত। অবশ্য এই চেতনা সাধারণ মানুষদের জন্য নয়, কিন্তু কেউ যদি *ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর* বর্ণনা অনুসারে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অবলম্বন করেন, তা হলে তিনি সেই চেতনার অনুশীলন করে পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারেন। কৃষ্ণভক্তের কাছে, যা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়, তা সম্পূর্ণরূপে বিস্বাদ বলে মনে হয়।

শ্লোক ৪৫

দেবৈঃ কামবরো দত্তো মহ্যং ত্রিভুবনেশ্বরৈঃ ।
ন বৃণে তমহং কামং ভূতভাবনভাবনঃ ॥ ৪৫ ॥

দেবৈঃ—দেবতাদের দ্বারা; **কাম-বরঃ**—বাসনা অনুরূপ বর; **দত্তঃ**—দিয়েছিলেন; **মহ্যম্**—আমাকে; **ত্রিভুবন-ঈশ্বরৈঃ**—ত্রিভুবনের রক্ষক দেবতাদের দ্বারা (যাঁরা এই

জড় জগতে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন); **ন বৃণে**—গ্রহণ করেননি; **তম্**—তা; **অহম্**—আমি; **কামম্**—এই জড় জগতে বাঞ্ছনীয় সব কিছু; **ভূতভাবন-ভাবনঃ**—সম্পূর্ণরূপে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে, (এবং তাই অন্য কোন জড় বিষয়ে আসক্ত না হয়ে)।

অনুবাদ

ত্রিভুবনের অধিপতি দেবতারা আমাকে বাসনা অনুরূপ বর প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি সেই বর গ্রহণ করতে চাইনি, কারণ এই জড় জগতে সব কিছুর যিনি স্রষ্টা, আমি কেবল সেই ভগবানের প্রতি আসক্ত। আমি এই জড় জগতের সমস্ত বরের থেকে ভগবানের প্রতি অধিক আসক্ত।

তাৎপর্য

ভক্ত সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অবস্থিত। *পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে*—যিনি ভগবানকে দর্শন করেছেন, তিনি আর জড় সুখভোগের প্রতি আসক্ত থাকতে পারেন না। ধ্রুব মহারাজ জড়-জাগতিক লাভের আশায় বনে গিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি ভগবানকে দর্শন করেছিলেন, তখন তিনি কোন রকম জাগতিক বর গ্রহণ করতে চাননি। তিনি বলেছিলেন, *স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে*—"হে প্রভু! আপনার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি অথবা পাইনি, তাতেই আমি সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত। আমার আর কোন কিছু চাওয়ার নেই, কারণ আমি আপনার সেবায় যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত হয়েছি।" এটিই শুদ্ধ ভক্তের মনোভাব, যিনি ভগবানের কাছ থেকে প্রাকৃত অথবা অপ্রাকৃত কোন কিছুই প্রার্থনা করেন না। আমাদের এই সংস্থাটিকে তাই বলা হয় *কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ*—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় সম্পূর্ণরূপে যাঁরা তৃপ্ত হয়েছেন, সেই সমস্ত ব্যক্তিদের সংঘ। শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন হওয়া ব্যয়বহুল অথবা ক্লেশদায়ক নয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, *মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু*—"তোমার মনকে সর্বদা আমার চিন্তায় মগ্ন কর, আমাকে প্রণতি নিবেদন কর এবং আমার পূজা কর।" (*ভগবদ্গীতা* ৯/৩৪) যে কোন ব্যক্তি অনায়াসে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতে পারেন। একেই বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃত। যিনি কৃষ্ণভাবনামৃতে মগ্ন, তিনি কখনও শ্রীকৃষ্ণের কাছে কোন জড়-জাগতিক লাভের প্রার্থনা করেন না। পক্ষান্তরে, তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন, যাতে তিনি সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর মহিমা প্রচার করতে পারেন। *মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি*। কৃষ্ণভক্ত সংসার-চক্র থেকে মুক্ত

হতেও চান না। তিনি কেবল প্রার্থনা করেন, "আপনার ইচ্ছা অনুসারে যদি আমাকে আবার জন্মগ্রহণ করতে হয়, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই, তবে আমার একমাত্র প্রার্থনা যে, আমি যেন আপনার সেবায় যুক্ত থাকতে পারি।"

শ্লোক ৪৬

যে বিক্ষিপ্তেন্দ্রিয়ধিয়ো দেবাস্তে স্বহৃদি স্থিতম্ ।
ন বিন্দন্তি প্রিয়ং শশ্বদাত্মানং কিমুতাপরে ॥ ৪৬ ॥

যে—যে সমস্ত ব্যক্তি; **বিক্ষিপ্ত-ইন্দ্রিয়-ধিয়ঃ**—যাদের ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধি জড়-জাগতিক পরিবেশের প্রভাবে সর্বদা বিক্ষিপ্ত; **দেবাঃ**—দেবতাদের মতো; **তে**—এই প্রকার ব্যক্তিরা; **স্ব-হৃদি**—তাঁদের হৃদয়ে; **স্থিতম্**—অবস্থিত; **ন**—না; **বিন্দন্তি**—জানেন; **প্রিয়ম্**—পরম প্রিয় ভগবান; **শশ্বৎ**—নিরন্তর, নিত্য; **আত্মানম্**—ভগবানকে; **কিম্ উত**—কি আর কথা; **অপরে**—অন্যদের (মানুষদের মতো ব্যক্তিদের)।

অনুবাদ

দেবতারা যদিও অত্যন্ত উন্নত চেতনাসম্পন্ন এবং উচ্চতর লোকে অবস্থিত, তবুও তাঁদের মন, ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি জড়-জাগতিক প্রভাবে বিক্ষিপ্ত। তাই তাঁরা অন্তর্যামীরূপে তাঁদের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন না। অতএব সাধারণ মানুষদের আর কি কথা?

তাৎপর্য

ভগবান যে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান, তা বাস্তব সত্য (*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি*)। কিন্তু জড়-জাগতিক উৎকণ্ঠার ফলে, ভগবান আমাদের এত নিকটে থাকা সত্ত্বেও আমরা তাঁকে উপলব্ধি করতে পারি না। যারা সর্বদা জড়-জাগতিক পরিস্থিতির দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্ত, তাদের জন্য যৌগিক পন্থার অনুশীলনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তারা তাদের চিত্ত তাদের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানে একাগ্র করতে পারে। *ধ্যানাবস্থিততদ্‌গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনঃ*। যেহেতু জড়-জাগতিক পরিবেশে মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি সর্বদাই বিক্ষিপ্ত, তাই ধারণ, আসন, ধ্যান ইত্যাদি যোগিক পন্থার দ্বারা মনকে শান্ত করে ভগবানে একাগ্র করার আবশ্যকতা রয়েছে। অর্থাৎ, যোগিক পন্থা হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করার জড়-জাগতিক প্রচেষ্টা, কিন্তু ভক্তি হচ্ছে তাঁকে উপলব্ধি করার অপ্রাকৃত

পন্থা। মহারাজ খট্টাঙ্গ ভক্তির পথ অবলম্বন করেছিলেন, এবং তাই তিনি কোন জড়-জাগতিক বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না। শ্রীকৃষ্ণ *ভগবদ্গীতায়* (১৮/৫৫) বলেছেন, *ভক্ত্যা মামভিজানাতি*—"ভক্তির দ্বারাই কেবল আমাকে জানা যায়।" ভক্তির মাধ্যমেই কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বলে উপলব্ধি করা যায়। ভগবান কখনও বলেননি যোগের দ্বারা অথবা জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা যায়। ভক্তি সব রকম জড়-জাগতিক প্রচেষ্টার ঊর্ধ্বে। *অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্*। ভক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্মল, এমন কি তা জ্ঞান অথবা পুণ্যকর্মের আবরণ থেকেও মুক্ত।

শ্লোক ৪৭

অথেশমায়ারচিতেষু সঙ্গং
গুণেষু গন্ধর্বপুরোপমেষু ।
রূঢ়ং প্রকৃত্যাত্মনি বিশ্বকর্তু-
র্ভাবেন হিত্বা তমহং প্রপদ্যে ॥ ৪৭ ॥

অথ—অতএব; **ঈশ-মায়া**—ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা; **রচিতেষু**—বিরচিত বস্তুতে; **সঙ্গম্**—আসক্তি; **গুণেষু**—জড়া প্রকৃতির গুণে; **গন্ধর্ব-পুর-উপমেষু**—যা গন্ধর্বপুর সদৃশ অলীক; **রূঢ়ম্**—অত্যন্ত শক্তিশালী; **প্রকৃত্যা**—জড়া প্রকৃতির দ্বারা; **আত্মনি**—পরমাত্মাকে; **বিশ্ব-কর্তুঃ**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কর্তার; **ভাবেন**—ভক্তির দ্বারা; **হিত্বা**—পরিত্যাগ করে; **তম্**—তাঁকে (ভগবানকে); **অহম্**—আমি; **প্রপদ্যে**—শরণাগত হই।

অনুবাদ

তাই আমি এখন ভগবানের মায়া রচিত সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্তি ত্যাগ করব। আমি ভগবানের চিন্তায় মগ্ন হয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হব। ভগবানের মায়া বিরচিত এই জড় সৃষ্টি গন্ধর্বপুরের মতো অলীক। প্রতিটি বদ্ধ জীবের জড় বিষয়ের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি রয়েছে, কিন্তু সেই আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হওয়া অবশ্য কর্তব্য।

তাৎপর্য

বিমানযোগে পার্বত্য উপত্যকার উপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় আকাশে কখনও কখনও নগরী, প্রাসাদ, অট্টালিকা ইত্যাদি দেখা যায়, কখনও কখনও বনের মধ্যেও

সেই প্রকার বস্তুর দর্শন হয়ে থাকে। একে বলা হয় *গন্ধর্বপুর*। এই জড় জগৎ এমনই এক গন্ধর্বপুরের মতো অলীক, এবং জড় চেতনায় অবস্থিত প্রতিটি ব্যক্তি এর প্রতি আসক্ত। কিন্তু খট্বাঙ্গ মহারাজ কৃষ্ণভক্তির প্রভাবে এই সমস্ত বস্তুর প্রতি আসক্ত ছিলেন না। ভক্ত যদিও আপাত দৃষ্টিতে জড়-জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত হতে পারেন, তবুও তিনি তাঁর স্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত। *নির্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে* । কেউ যদি সমস্ত জড় বিষয় ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করেন, তা হলে তাকে বলা হয় *যুক্তবৈরাগ্য* বা যথার্থ বৈরাগ্য। এই জড় জগতে নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়—সব কিছুই গ্রহণ করা উচিত ভগবানের সেবার জন্য। এটিই চিৎ-জগতের মনোভাব। মহারাজ খট্বাঙ্গ উপদেশ দিয়েছেন যে, সকলেই যেন জড় আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানের শরণাগত হন। তার ফলে জীবনের সার্থকতা লাভ হয়। এটিই শুদ্ধ ভক্তিযোগ, যার মূল হচ্ছে বৈরাগ্যবিদ্যা—বৈরাগ্য এবং জ্ঞান।

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগ-
শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥

"আমি পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হই, যিনি এখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি কৃপার সমুদ্র এবং তিনি আমাদের তাঁর ভক্তিরূপ বৈরাগ্যবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বয়ং আবির্ভূত হয়েছেন।" (*চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক* ৬/৭৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এই বৈরাগ্যবিদ্যার আন্দোলনের প্রবর্তন করেছেন, যার ফলে মানুষ জড় জগতের আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হতে পারেন। এই কৃষ্ণভাবনামৃত বা ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে একমাত্র পন্থা, যার প্রভাবে জড় জগতের সমস্ত ভ্রান্ত আসক্তি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪৮

ইতি ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা নারায়ণগৃহীতয়া ।
হিত্বান্যভাবমজ্ঞানং ততঃ স্বং ভাবমাস্থিতঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি—এইভাবে; **ব্যবসিতঃ**—স্থির করে; **বুদ্ধ্যা**—যথার্থ বুদ্ধির দ্বারা; **নারায়ণ-গৃহীতয়া**—সর্বতোভাবে ভগবান নারায়ণের কৃপার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; **হিত্বা**—ত্যাগ করে;

অন্য-ভাবম্—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্য ভাবনা; **অজ্ঞানম্**—যা অজ্ঞান এবং অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নয়; **ততঃ**—তারপর; **স্বম্**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাসরূপে তাঁর স্বরূপে; **ভাবম্**—ভক্তি; **আস্থিতঃ**—অবস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

মহারাজ খট্বাঙ্গ তাঁর ভক্তিপরায়ণ বুদ্ধির দ্বারা এই প্রকার স্থির করে দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং ভগবানের নিত্য দাসরূপে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

কেউ যখন শুদ্ধ কৃষ্ণভক্ত হন, তখন আর তাঁর উপর আধিপত্য করার অধিকার কারও থাকে না। কৃষ্ণভক্তিতে অধিষ্ঠিত হলে মানুষ আর অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকেন না। তিনি তখন সমস্ত অজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন। *জীবের 'স্বরূপ' হয়—কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।* জীব ভগবানের নিত্যদাস এবং তাই তিনি যখন সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, তখন তিনি জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

শ্লোক ৪৯

যৎ তদ্ ব্রহ্ম পরং সূক্ষ্মমশূন্যং শূন্যকল্পিতম্ ।
ভগবান্ বাসুদেবেতি যং গৃণন্তি হি সাত্বতাঃ ॥ ৪৯ ॥

যৎ—যা; **তৎ**—তা; **ব্রহ্ম পরম্**—পরব্রহ্ম; **সূক্ষ্মম্**—জড় অনুভূতির অতীত, চিন্ময়; **অশূন্যম্**—শূন্য বা নিরাকার নন; **শূন্য-কল্পিতম্**—অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা শূন্য বলে কল্পনা করে; **ভগবান্**—ভগবান; **বাসুদেব**—শ্রীকৃষ্ণ; **ইতি**—এইভাবে; **যম্**—যাঁকে; **গৃণন্তি**—কীর্তন করেন; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **সাত্বতাঃ**—শুদ্ধ ভক্তগণ।

অনুবাদ

ভগবান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে যে সমস্ত বুদ্ধিহীন মানুষেরা নিরাকার অথবা শূন্য বলে মনে করে, তাদের পক্ষে তাঁকে জানা অসম্ভব, কারণ তিনি তা নন। তাই ভগবানের মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল তাঁকে জানতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/১১) বলা হয়েছে—

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

"পরমতত্ত্ব তিনরূপে উপলব্ধ হন—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান। ভগবানই সব কিছুর আদি। ব্রহ্মও ভগবানের আংশিক প্রকাশ, এবং সর্বব্যাপ্ত ও সকলের হৃদয়ে বিরাজমান বাসুদেব বা পরমাত্মাও ভগবানেরই উন্নততর উপলব্ধি। কিন্তু কেউ যখন ভগবানকে জানতে পারেন (*বাসুদেবঃ সর্বমিতি*), কেউ যখন উপলব্ধি করেন যে, বাসুদেব হচ্ছেন পরমাত্মা এবং ব্রহ্ম উভয়ই, তখন তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেন। তাই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের পরিচয় ব্যক্ত করে বলেছেন—*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।* পরং ব্রহ্ম শব্দ দুটি নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মার আশ্রয়কে উল্লেখ করে। শ্রীকৃষ্ণ যখন বলেন *ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি,* তার অর্থ হচ্ছে যে, শুদ্ধ ভক্তরা পূর্ণ উপলব্ধি লাভের পর, তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যান। মহারাজ খট্টাঙ্গ ভগবানকে তাঁর আশ্রয়রূপে বরণ করেছিলেন, এবং যেহেতু তিনি সর্বতোভাবে ভগবানের শরণাগত ছিলেন, তাই তিনি পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'অংশুমানের বংশ' নামক নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।